ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ 1

পৃষ্ঠা ৬

মেহেরপুর মহিলা বিদ্যালয়

সমস্যা জর্জরিত মেহেরপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

।। নফিজউদ্দীন খান ।।

মেহেরপুর, পশ্চাৎপদ মেহেরপুর জেলার নারী শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৮৫ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর মেহেরপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে হেমেরপুর জেলার সর্বশ্রেণীর জনগণ এই মহিলা মহাবিদ্যালয়টিকে নানাভাবে সাহায্য প্রদান করে। এই এলাকার জন সাধারণের ধারণা ছিল যে, অচিরেই এই মহিলা মহাবিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হবে। কিন্তু দীর্ঘ চার বছরেও এই মহাবিদ্যালয়কে সরকারী না করায় মহাবিদ্যালয়টি বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘেরা টিনসেড একটি ভবনে যখন মেহেরপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়টি চালু হয় তখন এর ছাত্রী সংখ্যা ছিল একশত জনেরও কম। কিন্তু ধীরে ধীরে এর ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক প্রাচীন পন্থী অবিভাবক যারা তাদের মেয়েদের কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না তারাও তাদের মেয়েদের এই মহিলা মহবিদ্যালয়ে ভর্তি করান। ফলে এই এলাকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই মহাবিদ্যালয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ এমনিতেই মেহেরপুর জেলার শিক্ষার হার দেশের গড়পড়তা শিক্ষার হারের চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া নারী শিক্ষার হারও আশংকাজনকভাবেই কম। এই সময়ে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের যাবতীয় উন্নয়নের খরচ এসেছে বেসরকারী সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। তৎকালীন জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক কলাবিজ্ঞান এবং স্নাতক কলা বিভাগের কয়েকশত ছাত্রী অধ্যায়নরত। কিন্তু কলেজের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, ক্লাসরুমের স্বল্পতা, বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা মহাবিদ্যালয়টির শিক্ষার মান উন্নয়ন [illegible] সৃষ্টি করেছে। ফলে ধীরে [illegible] কমে যেতে [illegible]

ছাত্রীনিবাসটির নির্মাণ সম্ভব হয়নি। এই হোস্টেলটি নির্মাণ করা সম্ভব হলে গ্রামাঞ্চল থেকে বহু ছাত্রী এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ বর্তমান অবস্থায় শুধুমাত্র জেলা শহরের কিছু সংখ্যক ছাত্রী এখানে লেখাপড়ায় সুযোগ পায়। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যোগাযোগ সুব্যবস্থা না থাকায় কিংবা থাকার বন্দোবস্ত না থাকায় অনেকের লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও ভর্তি হতে পারেনা।

মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেসরকারীভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে এখানে নানারকম দূর্নীর্তি বাসা বেঁধেছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে কলেজের ছাত্রীরা অধ্যক্ষ জনাব নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক দূর্নীতির অভিযোগ এনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাশ বর্জন করে।

এই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অশালীন আচরণের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু এখনন পর্যন্ত নজরুল ইসলাম সাহেব বহাল তবিয়তে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হয়েছে বলেও জানাযায়নি।

একটি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে একজন মহিলা অধ্যক্ষা নিযুক্ত করায় সবদিক থেকে যুক্তিযুক্ত কিন্তু বিভিন্ন রকমের অভিযোগ আনা সত্বেও কেন একজন পুরুষকে মেহেরপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে তা সবার কাছে রহস্যজনক। বিষয়টি ছাত্রীদের অভিভাবমহলকেও বেশ ভাবিত করে তুলেছে।

মূলতঃ সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবেই মেহেরপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ে নানানরকম দূর্নীতি বাসা বেঁধেছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন এবং এ কারণেই ক্রমান্বয়ে কলেজটির শিক্ষার মান কমে যেতে বসেছে। অভিজ্ঞ মহল এও মনে করেন যে, কলেজটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা সদরেই একটি সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এমনকি অনেক উপজেলাতেও সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু মেহেরপুর একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা হলেও এখানকার প্রতিষ্ঠিত মহিলা মহাবিদ্যালয়টিকে এখনও পর্যন্ত সরকারীকরণ করা হয়নি। বর্তমান সরকার দেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে করণীয় সবকিছু করার কথা বললেও এবং দেশের প্রতিটি জেলাতে একটি সরকারী মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বললেও মেহেরপুর জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী এখনও পূরণ হয়নি। এখনও পর্যন্ত মেহেরপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়নি।